মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঃ "হালদা" সমস্যা ও পরিত্রাণ

মনছুর এম. ওয়াই চৌধুরী*

উৎপত্তি

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শুরু হয়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাউজান ও হাটহাজারী উপজেলাকে ২ ভাগে বিভক্ত করে এটি মোহরা কালুরঘাট হয়ে কর্ণফুলীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই নদীর অনেকগুলো শাখা খালও রয়েছে। কেউ কেউ এই হালদা নদীকে দেশের আমীষ জাতীয় খাদ্যের খনিও বলে।

দেশের একমাত্র রূপালী সম্পদের খনি তথা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র মিঠাপানির প্রাকৃতিক বৃহৎ মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র (প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে) আজ হুমকীর মুখে পতিত, যার নাম "হালদা নদী"।

পরিচালিত এক জরিপ সূত্রে (স্থাণীয়ভাবে) দেখা যায় কী কী কারণে আজ হালদা এখন ধ্বংসের মুখে। এর প্রধান কারণগুলো ঃ

১. ডিম ছাড়ার মৌসুমে "মা মাছ" শিকার।
২. রিভার জংশনে বিরাট আকারে চর জেগে উঠা।
৩. ইঞ্জিন চালিত নৌকার অবাধ চলাচল ও পানি দূষণ।

হালদার উপর পরিচালিত অর্থনৈতিক জরিপে প্রকাশিত হয় যে, হালদা থেকে এক বছরে আহোরিত ডিমের পোনার মূল্য প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা (সরকারী ভাবে) আর বেসকারীভাবে বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয়দের মতে এই পোনার মূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশী। যা জাতীয় অর্থনীতিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই তথ্যের সত্যতা যাচাই-এর জন্য জানা যায় যে, ৮০ দশকের আগ পর্যন্ত এই হালদা নদীতে পোনা উৎপাদন ছিল ৪,১১১ কেজি। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলে সত্য যে বর্তমানে এই পোনা উৎপাদন ১০০ কেজি বা তারও কম। যা আমাদের জন্য বা সমগ্র জাতীর জন্য একটা হুমকি স্বরূপ।

দেশের মৎস্য আইনের মধ্য মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত সাড়ে তিন মাসকাল মাছের ডিম ছাড়ার মৌসুম হিসাবে আখ্যায়িত করে মৎস্য নিধন বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হালদা নদীতে ফেব্রয়ারীর প্রথম থেকে, সাংগু, চাদখালী, মাতামুহুরী ও কর্ণফুলী থেকে প্রবেশ করে মিঠা পানির শত শত ডিম সম্ভবা "মা

* কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার, চট্টগ্রাম।

মাছ" ডিম ছাড়ার জন্য এবং এক বা একাধিকবার ডিম ছাড়ে। এই সময়কালে নদীর দুই পাড়ের কিছু সংঘবদ্ধ মৎস্যজীবিরূপী সন্ত্রাসী গ্রুপ নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে যথা- ডোমখালী, আজিমের ঘাট, রামদাশ হাট, সর্তার ঘাট, গড়দুয়ারা প্রভৃতি স্থানে জাল পেতে অবাধে "মা মাছ" শিকার করে স্থানীয় কিংবা শহরের বড় বড় বাজারে বিক্রী করে থাকে। বর্তমানে এমনও অবস্থা দেখা যায় যে বড় বড় ডিমওয়ালা "মা মাছ" বাজারে এন কেটে বিক্রি করে আরো বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য এক শ্রেণীর ক্রেতা আবার বড় মাছের এবং ডিমের স্বাধ পেতে চড়া দামে এসব মাছ কেনে। স্থানীয় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর বিভাগ এই দীর্ঘ সময় নীরব ভূমিকা পালন করে। এতে করে মনে হয় কিছু সংখ্যক লোভী মানুষকে প্রশাসন আরো বেশী উৎসাহ দিচ্ছে। এর একটি যথাযথ বিশেষ সমন্বিত প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। নয়তোবা অচীরেই এই প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র "মা মাছ" শূন্য হয়ে পড়বে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের স্থানীয় মৎস্য চাষীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে হালদা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছের পোনা দ্রুত বর্ধনশীল যার এৎড়ঃিয জধঃব- এ দেখা যায় হালদা নদী থেকে আহরিত পোনা বছরে দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের মাছ হয়ে থাকে এবং মাছের স্বাধও আলাদা। অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে প্রজননকৃত পোনা সুষম খাদ্য দিয়ে বছরে দুইশত পঞ্চাশ গ্রাম থেকে সাড়ে তিনশত গ্রাম পর্যন্ত বর্ধন হয়ে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে কিছু অতিলোভী পোনা ব্যবসায়ী কৃত্রিম প্রজননকৃত পোনাকে হালদার পোনার সাথে মিশ্রিত করে হালদার পোনা বলেও বিক্রি করে।

এদিকে রিভার জংশান চর জেগে উঠায় হারদা নদীর স্রোতের গতিবেগ আশংকা জনক হারে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। চর পরার পূর্বে নদীতে স্রোতের গতিবেগ ছিল ৪৭% ভাগ, আর চর পরার পর তা বর্তমান নদীর স্রোতের গতিবেগ এসে দাড়িয়েছে ২৯% ভাগ। এই রিভার জংশনে চরের জন্য দায়ী মূলতঃ মূল নদীর কিছু বাঁক কেটে দেয়া এবং হালদার সংযোগ খালে সেচ সুবিধার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড বারটি স্লুইসগেইট নির্মাণ করা, এই সব খালে স্লুইসগেইটের কারণে অন্যান্য ছোট মাছেরও অবাধ বিবরণ বাধাগ্রস্থ করেছে যা স্থানীয় মৎস্যজীবিদের আয়ের উৎস প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। তদুপরি নদীর উপর স্থাপিত পিলার সেতুর কারণেও পানি প্রবাহ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, এতে করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কমে যাওয়া নদীও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যাতে করে মিঠা পানির "মা মাছের" নিরাপদ আগমন প্রবলভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। প্রাকৃতিক বাঁক কেটে দেয়ায় "মা মাছের" অবাধ চলাচল ও সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

নদীর উপর অবাধে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও পানি দূষণে "মা মাছের" অবাধ চলাচলের উপর বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা প্রজননের জন্য এক বিরাট হুমকী।

এই ব্যাপারে পরিবেশবাদী ও মৎস্য বিশেষজ্ঞরা সোচ্ছার হয়ে সতর্কবাণী জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রজননের প্রতিকুল পরিবেশ রক্ষা করার জন্য। এখনই যদি এই ব্যাপারে সঠিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তবে অচীরেই এই মিঠা পানির একমাত্র রূপালী মৎস্য খনি ধ্বংস হয়ে যাবে। যা একসময় শুধু ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।

সরকার বিভিন্ন সংগঠনের এবং মৎস্য বিশেষজ্ঞদের সতর্কবাণী শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করে এবং একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননের কথা বিবেচনা করে দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য গেল বৎসর চট্টগ্রামে মৎস্যপক্ষ উপলক্ষ অনুষ্ঠানে হালদা নদীকে 'মা মাছের' অভয়াশ্রম করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে মৎস্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প "হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার" নামে একটি প্রকল্প অনুমোদন করে যার মেয়াদকাল ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। যার মধ্যে রয়েছে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ২০টি অভয়াশ্রম স্থাপন।

নদীর উজানে ভরাট হওয়া অংশ ও নদীর প্রাকৃতিক কুয়া/ কুর/ কুম জাতীয় অংশ (যেখানে "মা মাছ" ডিম ছাড়ার পূর্বসময় বিশ্রাম গ্রহণ করে) খনন ও পুনঃ খনন। প্রকল্পে আরো কিছু পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যেমন- হালদা থেকে সংগৃহীত ডিম ফুটানোর জন্য নদীর কিনারার অংশে ২০টি সিস্টান ও পাঁচটি এক হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ওভার হেড ট্যাংক স্থাপন। নদীর পরবর্তী এলাকায় পুকুর ভাড়া নেয়া, তীর সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার, নদীতে যন্ত্রচালিত চলাচলের নৌযান সমূহের চলাচলের নিয়ন্ত্রন ও সময়সূচী বেধে দেয়া, নদীর তীরবর্তী ক্ষতিগ্রস্থ প্রকৃত মৎস্যজীবিদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও পূর্নবাসন সহায়তা, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের জন্য কমিউনিটি সেন্টার স্থাপণ ইত্যাদি।

মন্ত্রণালয় বা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে সাধুবাধ জানাতেই হয়, যদি তা সঠিক ভাবে পালিত হয়। এই প্রকল্পের কাজ সমূহ এই বৎসর থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে এর কোন কার্যকর পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনো শুরু করেনি। যার ফলে এখনো অবাধে মৌসুমী "মা মাছ" সহ ছোট বড় মাছগুলো শিকার করে স্থানীয় হাট বাজার কিংবা শহরস্থ বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। এবং অবাধে চলাচল করছে ইঞ্জিন চালিত নৌযানগুলো।

বিশেষ করে স্লুইসগেইটগুলোর এবং পিলার সেতুর ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কারণ মৌসুমের প্রবল বর্ষণের সময় পাহাড়ী ঢল বাধাগ্রস্থ হয়ে জল জটের সৃষ্টি করে।

হালদাকে বাঁচিয়ে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি এবং "মা মাছের" নিরাপদ আগমন, অবাধ বিচরণ ও সংরক্ষণের জন্য, রিভার জংশনের চর অপসারণ, স্লুইসগেইট এর ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ, সর্বোপরি নদীর তীরবর্তী মৎস্যজীবিদের মাঝে ব্যাপক জনসচেনতা সৃষ্টি করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই হালদা আবার তার সেই প্রাকৃতিক প্রজনন পরিবেশ ফিরে পাবে। সকলের কাছে এই আশা করা যায়।

তথ্য সূত্র

১। মৎস্য অধিদপ্তর।
২। দৈনিক আজাদী।
৩। দৈনিক পূর্বকোণ।